THE HUNGER PROJECT

আলোর বার্তা

উপদেষ্টাঃ ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদকঃ মেহের আফরোজ মিতা
সহ-সম্পাদকঃ আল-আমিন শেখ
নির্বাহী সম্পাদকঃ মোজাম্মেল হক
রিপোর্টারঃ সাইফুল ইসলাম, আবু হানিফ, জামাল হোসেন ও জাকির হোসেন
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মিশাল বিন সলিম, তাহসীন উদ্দীন ও সোহানুর রহমান

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের অনলাইন বার্তাপত্র

সংখ্যা ৪ । ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

মানসী ফুল্লশ্রী গ্রামের উদ্যোগ বাংলাদেশের বাতিঘর

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার মানসী ফুল্লশ্রী গ্রাম এখন বাংলাদেশের অন্য দশটি গ্রামের মত নয়। পৃথিবীর বুকে অতিমারী হিসেবে জেঁকে বসা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্থানীয় উদ্যোগে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে গ্রামটি। গ্রামের একদল স্বেচ্ছাব্রতী গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। অতিমারীর প্রদুর্ভাব দেখা দিলে "আসুন সবাই মিলে শপথ করি, স্থানীয়ভাবে করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকার সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করে 'গ্রাম উন্নয়ন দল' । 'আলোর বার্তা'র এবার সংখ্যায় রয়েছে অগ্রগামী মানসী ফুল্লশ্রী গ্রামের গল্প।

গ্রাম পরিচিতি

১০টি উপজেলা নিয়ে বরিশাল গঠিত। তারমধ্যে আগৈলঝাড়া উপজেলা অন্যতম। আগৈলঝাড়া উপজেলা ৫টি ইউনিয়ন তারমধ্যে বাকাল ইউনিয়ন ১টি। বাকাল ইউনিয়নের আয়তন ১৫ বর্গ কি.মি। লোকসংখ্যা ২৭,৭২১ জন। গ্রামের সংখ্যা ১৮টি। বাকাল ইউনিয়নের মানসী ফুল্লশ্রী একটি অন্যতম গ্রাম। এখানে রয়েছে মা মনসা স্মৃতি বিজরিত কবি বিজয় গুপ্তের জন্মভূমি। কথিত আছে এই গ্রামটি ফুল দিয়ে সু-সজ্জিত ছিল এর জন্য নামকরণ করা হয় ফুল্লশ্রী। এই গ্রামের আয়তন ১ বর্গ কি.মি। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,০০০ মত। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ২০০৯ সাল থেকে গ্রামটিতে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সাল থেকে এমডিজি এবং ২০১৬ সাল থেকে এসডিজি লক্ষমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই গ্রামে ১৫ জন উজ্জীবক, ১০জন নারীনেত্রী, ৫ জন ইয়ুথ লিডার ও ৩টি গণগবেষণা সমিতি (জিজিএস) এবং ১টি গ্রাম উন্নয়ন দল(ভিডিটি) রয়েছে।

গ্রাম উন্নয়ন দল গঠন

মার্চ ২০২০ এর শুরুর দিকে বাংলাদেশে যখন করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ঠিক তখন থেকে এই গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক নিজেদের গ্রামকে সু-রক্ষার জন্য নতুন উদ্দ্যোমে কাজ শুরু করে।এই কাজে বিশেষ নেতৃত্ব প্রদান করেন নারী নেত্রী সুমা রানী কর। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়ন দল, নারীনেত্রী, ইয়ুথ লিডার এদের পক্ষে করোনা ভাইরাস থেকে গ্রামকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই, তাই এই গ্রামে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে গণজাগরণ সৃষ্টির চেতনাবোধ থেকে ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই কমিটি শারিরীক দুরত্ব বজায় রেখে সভা করেন এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনটি ধাপের উপর প্রাধান্য নিয়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যেমন, ১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। সক্ষমতা বৃদ্ধি ৩। দান-অনুদান সংগ্রহ মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রদান।

হাজারো পরিবারের কাছে সচেতনতা বার্তা ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

আমার স্বাস্থ্য, আমার দায়িত্ব, আমার গ্রামকে রক্ষার করা দায়িত্ব ও আমার। গ্রামের বিকশিত নারীনেত্রী সুমা রানী'র নেতৃত্বে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গ্রামের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ১০০০টি লিফলেট বিতরণ করেছেন। ২০০টি পরিবারের ঘর বাড়ী জীবানু নাশক ঔষধ স্প্রে করা হয় এবং মাস্ক পরার নিয়ম-কানুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় ইত্যাদি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন করা হয় ও ২০০ জনকে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ১০০টি পরিবারে হাত ধোয়ার জন্য সাবান বিতরণ করা হয়। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য পানির ট্যাংক স্থাপন করেন ইয়ুথ লিডার শিশির দাস। করোনা মহামারী সময়কালীন বাল্যবিবাহ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে সামাজিক সচেতনাতামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সচেতন করা হয়। অংশগ্রহণকারী ছিল উপজেলা প্রসাশন ও সুশীল সমাজের নেত্রীবৃন্দ। গুজব অপচার রোধে সচেতনতা। করোনা ভাইরাস সংক্রমক বাড়ার সাথে সাথে গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্যাপক, গুজব ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়ে যেমন, থানকুনি পাতার রস, তুলসী পাতার রস, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়বে এবং রোদে বেশি পরিশ্রম করলে, বেশি বেশি ঝাল খেলে এদের করোনা হবে না এ কুসংস্কার, গুজব, ও অপচার রোধে মানুষের সচেতন করা হয়। কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাস্ক, সেনিটাইজার ও সাবান বিতরণ করা হয়।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারাগাছ, বীজ ও প্রশিক্ষন প্রদান

অতিমারী করোনাকালীন সময় মানুষ কর্মহীন হয়ে থাকে, রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য অর্থনৈতিক সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র গ্রামটির ১০টি পরিবারে ১০জনকে বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজী চাষ বিষয়ক উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজ প্রদান করা হয়। ঐ বীজ থেকে সবজী উৎপাদন করে পুষ্টিকর খাবার ও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে থাকে। তাছাড়া ৪০টি পরিবারে ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়া মানসী ফুল্লশ্রী গ্রামে বিত্তশালীদের ও সমাজ সেবকদের সমন্বয়ে খাদ্য সংকটে থাকা ৫০টি পরিবারে দুই-দুইবার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইমাম সাহেবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা

প্রথম দিকে গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্যবিধি মানা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনেক কঠিন হয়েছিল। বিশেষ করে মসজিদে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মুসুল্লিরা স্বাস্থ্যবিধি মানতে চাইছিলেন না। কিছু মুসুলিদের মত ছিল ধর্মকর্ম পালন করলে কিছুই হবে না। গ্রাম উন্নয়ন দল মসজিদ কমিটি ইমাম সাহেবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছে।